দিলীপ বাগচী : গানওয়ালা কলমচী

প্রিয় বিশ্বাস

দিলীপ বাগচী তাঁর জীবনের একটা ফলবান অংশ, যেখান থেকে 'কৃষ্টি' প্রকাশিত, সেই সাহেবনগর, পলাশীপাড়া, টুঙ্গিতে কাটিয়েছেন । এই পত্রিকায় দিলীপ বাগচীর মতো বহু গুণান্বিত সৃষ্টিশীল মানুষটিকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করার সুযোগ দেওয়ায় সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই ।

মূলতঃ দিলীপ বাগচী সাবেক কমিউনিস্ট পার্টির হোলটাইমার হয়ে এই এলাকায় এসেছিলেন । পরে টুঙ্গি (মুর্শিদাবাদ) জুনিয়র হাই স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নেন । রাজনীতি তাঁকে গণশিল্পী হতে প্রেরণা যোগায় । তাঁর নিজের ভাষায় ''ভালভাবে নক্ষত্র ও বর্ণরঞ্জিত হয়ে পাশ করে নরসিংহদত্ত কলেজে আই এস সি-তে ভর্ত্তি হলাম''। আই এস সি পাশ করে বি এস সি পড়তে পড়তেই তিনি পার্টির নির্দেশে নদীয়া জেলার পলাশীপাড়ায় চলে আসেন । অন্নসংস্থানের জন্য কমিউনিস্ট নেতা সমর সান্যালের (মটরদার) পরামর্শে টুঙ্গি জুনিয়র হাই স্কুলে চাকরি গ্রহণ করেন । ইতিপূর্বেই কৃষ্ণনগরের সংস্কৃতি সংসদ (আই পি টি এ) -এর পক্ষে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে গান রচনা শুরু করেন । সত্যজিৎ রায় 'অপুর সংসার' চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি সংসদের ঋণ স্বীকার করেছেন । প্রথমে কৃষ্ণনগরের গণসঙ্গীতকার আর এক বিখ্যাত দিলীপ অর্থাৎ দিলীপ সেনগুপ্ত (দীনুদার) কাছে দিলীপ বাগচীর গণসঙ্গীতের হাতেখড়ি । তিনি গান লিখেছিলেন -

''পেটের খিদের জ্বালায় ফণা দুলায় কালনাগিণী / আছে কি পাটা রাখ দাঁত গোটা গোটা / বিষের থলি ভরিয়ে নিয়ে / সুমুখ পানে যা দিকিনি ।''

তাঁর নিজের ভাষায় এটি তাঁর প্রথম রচিত গণসঙ্গীত । দিলীপ বাগচী একটা রাজনৈতিক-সচেতন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । বাবা স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান । দাদা রয়েল নেভীতে চাকরি করার সময় ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করায় গ্রেপ্তার হন । অকালপ্রয়াত ভাই দেবপ্রিয় নকশাল আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে বহুদিন জেলে কাটান ।

বাংলার দুই মহানায়ক উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-এর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল । সৌমিত্র হাওড়া জেলা স্কুলে তাঁর সহপাঠী ছিলেন । তিনি লিখেছেন - স্কুলে পড়ার সময় সৌমিত্র নায়ক এবং তিনি নায়িকার ভূমিকায়

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

- এমন একটা নাটক মঞ্চস্থ করার কথা ছিল । নাটকটি শেষ পর্যন্ত অভিনীত হয়নি । দিলীপদা রসিকতা করে লিখেছেন - নাটকটি অভিনীত হলে তিনিই সৌমিত্রর প্রথম নায়িকা হতেন (শর্মিলার আগে) ।

উত্তমকুমারের এক কাজিনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে দিলীপদা উত্তমকুমারের বাড়িতে যাতায়াত করেছেন । তাঁর নিজের ভাষায় ''ভারী দিলখোলা মিশুক ঘরোয়া লোক হিসাবে দেখেছি । ওদের বাড়ীতে বসে ওঁর মুখে অনেক গান শুনেছি । উনি তো গৌরী দেবীকে (স্ত্রী) গান শেখাতেন বিয়ের আগে ।''

১৯৬২ সালে ভারত চীন যুদ্ধ । ভারত রক্ষা আইনে দিলীপ বাগচী গ্রেপ্তার হন । বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে বসে গান রচনা করেন - ''চিনচিনিয়া রোগে যে ভাই ধুঁকছে দেশের প্রাণ / তাই জান ঠেকাতে মান বাঁচাতে দেশপ্রেমের বান ডাকান ।''

এরপরে খুব সম্ভব ১৯৬৬-তে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীতে মাস্টার ডিগ্রীতে ভর্ত্তি হন । বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে জি এস হয়েছিলেন । আর ১৯৬৭-তে তরাই-এর প্রান্তরে শোনা গেল বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ । ২৫শে মে আন্দোলনরত শিশুসহ ৯ জন আদিবাসী রমণী তৎকালীন যুক্তফ্রন্টের পুলিশের গুলিতে শহীদ হন । সেই সন্ধ্যায় দিলীপ বাগচী রাজবংশীদের আঞ্চলিক ভাষায় মৈষাল সুরের আদলে ঐতিহাসিক গান লিখেছেন -

''ও নকশাল নকশাল নকশালবাড়ির মা / ওমা তর বুগৎ অক্ত ঝরে / তর খুনৎ আঙ্গা নিশান লয়্যা / বাংলার চাষী জয়র ধ্বনি করে ''।

দিলীপ বাগচীর বন্ধু অজিত পান্ডে রচনা করলেন, ''তরাই কান্দে গো'' । পরে অজিত পান্ডে নকশালবাড়ির রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে তীর ছেড়ে বামফ্রন্টের তরীতে উঠলেন । এবিষয়ে দিলীপদা তাঁর বন্ধুর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অটুট রেখেই বলেন 'অজিত পথভ্রষ্ট' । দিলীপদা নকশাল আন্দোলনের প্রারম্ভিক সময়েই গ্রেফতার হয়ে জেলে নিক্ষিপ্ত হন । জেলে থাকাকালীন তাঁর সব থেকে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ গানটি রচনা করেন । ভূপালী রাগের পশ্চাৎপটে নেপালী লোক সঙ্গীতের আদলে রচনা করেন -

''হিমালয়ের সোনা গলা জলের ছোঁয়ায় ফসল দোলে / ডায়না নদীর জলেরে হোয়াংহো ঢেউ তোলেরে / তরাই এর গান গাহিবে ঘরে ঘরে / ধান না দিম মান না দিম / দিম হাঁসুয়ার ঘা / তীরের ফলাত লোভখান মিটাম / দূর হটিয়া যা / তর পুলিস লয়্যা যা / তর মন্ত্রী লয়্যা যা / হামার মাটি,

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

হামার ফসল, হামার লাল নিশান রে''।

দিলীপ বাগচী রচিত ও সুরারোপিত অনেক গানই এখনো গীত হয় । গায়ক জানেন না ওটা কার রচনা । পলাশীপাড়ার গণশিল্পী বাবলু হালদারের প্রিয় এই গানটি - 'আয় আয় আয় নতুন দিনের গান গাই / আয় দুনিয়াটা ভেঙে সাজাই''। বাবলু জানতেন না যে এটা দিলীপ বাগচী রচিত ও বহুল প্রচলিত গান ।

কিছু ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ ও স্যাটায়ার ধর্মী রচনার উল্লেখ না করলে দিলীপ বাগচীর পরিচয় পূর্ণ হবে না । 'অনীক' পত্রিকার সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী দিলীপদার স্মরণ সভায় বললেন, এক অনীকেই তিনি দুশো পৃষ্ঠার মতো গদ্য লিখেছেন । তাছাড়া মৃত্যুর কয়েক বছর আগে সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ধ্রুবপদ'-এ (১৯৯৯) প্রায় ৩০ পৃষ্ঠার একটা প্রবন্ধ 'নকশালবাড়ী আন্দোলন ও বাংলা গান' শীর্ষক একটি মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । শিগক, গ্রাম গ্রামান্তর, জলার্ক প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর অনেক লেখা ছড়ানো ছিটানো আছে । তাঁর 'পটল থার্টি', 'মোন্ডাল সাহেব' প্রভৃতি প্রমাণ করে যে তিনি স্যাটায়ার ও উইটধর্মী রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন ।

এছাড়াও অঙ্কনেও তাঁর হাতটি খুব নিপুণ ছিল । স্কুলে পড়ার সময়ই কোন শিক্ষকের ব্যঙ্গ চিত্র আঁকার জন্য তিনি তিরস্কৃত ও বহিষ্কৃত হয়েছিলেন । ড. নীরদ হাজরা প্রণীত একটা নীচু ক্লাসের ব্যাকরণ বই-এর দিলীপ বাগচী বিচিত্রিত ইলাস্ট্রেশনে বোঝা যায় রঙ তুলি ধরায় তিনি কত দক্ষ ছিলেন । আলাপচারিতায় রসিকতা করার ক্ষমতা তাঁকে খুব জনপ্রিয় করে তুলেছিল । প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় এক স্মরণসভায় উল্লেখ করেছেন : হাসপাতালে দিলীপদাকে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করায় দিলীপদার তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর ছিল 'পুরোনো লাল দুটাকার মতো' ।

পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ পরিচালিত হালিশহরে তৃতীয় সৃজন উৎসবে দিলীপ বাগচী গানের একটা ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন । যাঁরা তাঁর ওয়ার্কশপে শিক্ষানবিশ ছিলেন তাঁদের কাছে সে এক বিরাট অভিজ্ঞতা ।

যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ তার 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ' গ্রন্থে দিলীপ বাগচী রচিত 'ও নকশাল নকশাল নকশাল বাড়ীর মা' গানটির উল্লেখ করেছেন । দিলীপ বাগচীর প্রয়াণের পর পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের মুখপত্র 'নবান্ন' পত্রিকায় 'গণশিল্পী দিলীপ বাগচী' শিরোনামে নীতিশ রায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন । কবি ও সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বুকের পাথর'

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

উপন্যাসে দিলীপ বাগচীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে কয়েকবার উল্লেখ করেছেন ।

দিলীপদার বড় গুণ হচ্ছে - গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে পারতেন ও ভালবাসতেন । তিনি নগরজীবনের কৃত্রিমতা চাকচিক্য কোনদিনই তেমন করে গ্রহণ করতে পারেননি । গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করার রাজনীতিতে যিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক ।

দিলীপ বাগচীর শেষ জীবনটা বড় কষ্টে কেটেছে । রসিকতা করে যিনি Tution কে Prostitution বলতেন, তাঁকেই প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর Tution করেই একটা বড় সংসার চালাতে হয়েছে । অন্যদিকে এককালের তাঁর আগুনখেকো ভাবসখাদের কারো কারো পুরোনো রাজনৈতিক গাড্ডায় প্রত্যাবর্তন তাঁকে বেদনাহত করেছিল ।

সাহেবনগরের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের যোগাযোগ ছিল । সাহেবনগর কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সহকর্মী দাশু চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল । এছাড়া সাহেবনগরের এককালের খ্যাতনামা স্পোর্টসম্যান লক্ষণ কবিরাজের সঙ্গে তাঁর বড় মেয়ে দেবীর বিয়ে হয়।

মৃত্যুর কয়েকমাস আগে আমার সঙ্গে তাঁর শেষ কথা হয় দূরভাষে । আমার মেয়ে নিশান্তিকার একটা মামুলি একাডেমিক সাফল্যের সংবাদ দিতেই দিলীপদা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, ''তোমার মেয়ের জন্যে থাকল আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ'' । এই কথাগুলি কোন কবিতার অফুরন্ত ভগ্ন পংক্তির মত সজনে নির্জনে আমার সঙ্গে আজও ''জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়'' ।

[কৃষ্টি (১০ম বর্ষ পূর্তি সংখ্যা)-র সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।